তারিখ ৭।২।৮০
পৃষ্ঠা ...

চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষক আছেন—তবে লেখা পড়া শেখান তাদের কাজ নয়

॥ সৈয়দ মতিউর রহমান প্রদত্ত ॥

মওলবীবাজার, ৫ই ফেব্রুয়ারী।—শিক্ষক আছেন তবে তারা লেখা পড়া শেখান না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ করতে হয় অন্য ক্ষেত্রে। দেশের চা শিল্পের প্রায় সবখানেই এই একই অবস্থা।

শমসেরনগর হচ্ছে দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর চা বাগান। বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত। এখানে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিকের বাস। এই বাগানে কোন স্কুলের অস্তিত্ব নেই। শিক্ষক নামে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন তারা সবাই কাজ করেন অফিসে, টিলায়।

কানিহাটী খেলার মাঠে একটি ঘর আছে। এটি অবশ্য স্কুল ঘর নামে পরিচিত, তবে এখানে দিনভর আড্ডা জমায় রাখাল ছেলেরা। দরজা জানালা কিছুই নেই। অথচ এই শমসেরনগর বাগানে ৬ থেকে ১২ বছরের শিশুর সংখ্যা ৩ হাজারের কম হবে না।

অন্য একটি প্রথম শ্রেণীর চা বাগান চাতলাপুরে। সেখানে দেখেছি একটি স্কুল আছে। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এখানের এই শিক্ষককেও কাজ করতে হয় অফিসে। তদারক করতে হয় 'ছোকরা দফা' (শিশু শ্রমিক বিভাগ) এর কাজ। এই বাগানেও শিশুর সংখ্যা দেড় হাজারের কম হবে না।

এদিকে চা শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত 'চা শ্রমিক বিধিমালা' নামে যে আইন ১৯৭৭ সালে পাশ করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রতিটি শ্রমিকবস্তির এক মাইলের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের প্রতি ৪০টি শিশুর জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আর এসবই করবেন চা বাগান মালিক পক্ষ। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়নি।

পক্ষান্তরে সন্তান সন্ততিদের শিক্ষিত করার প্রবল আকাংখা থাকলে চা শ্রমিকদের আর্থিক কারণে তা সম্ভব হয় না। তা ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং অত্যন্ত কায়ক্লেশে দু'চার জন শ্রমিক সন্তান শিক্ষিত হয়েছে কিন্তু তাদের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থাই হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দেশের চা শিল্পাঞ্চলে লোক সংখ্যা হল ৫ লক্ষ। তন্মধ্যে মাত্র ৮৫ হাজার লোক কাজ করছে। বাকী ৪ লাখ ১৫ হাজার হচ্ছে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলদের মধ্যে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক আছেন

(৭–এর পৃঃ পর)

শিশুর সংখ্যা দু' আড়াই লক্ষের কম নয়।

অভিজ্ঞমহল মনে করেন, মাননীয় প্রেসিডেন্টের আহবানে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান শুরু হচ্ছে। এই সময় যদি সব চা বাগান মালিককে অন্তত আইন মেনে চলতে বাধ্য করা হয় তবেই কয়েক লক্ষ লোক অক্ষরজ্ঞান লাভে সমর্থ হবে। এ কাজে শিক্ষিত চা শ্রমিক যুবকদের ব্যবহার করা যেতে পারে।